## ৪.৯. স্বরাজ সম্পর্কিত গান্ধীজির ধারণা (Gandhi's Concept of Swaraj)

ব্যুৎপত্তিগত অর্থে স্বরাজ বলতে আত্মশাসন বা আত্মনিয়ন্ত্রণকে বোঝায়। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর মতাদর্শে স্বরাজ সম্পর্কিত ধারণা অধিকতর অর্থবহ। গান্ধী-দর্শনে স্বরাজ সম্পর্কিত ধারণার ব্যঞ্জনা বিশেষভাবে ব্যাপক। প্রাথমিকভাবে স্বরাজ বলতে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে জাতির মুক্তিকে বোঝায়। ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে স্বরাজ হল বিদেশী ব্রিটিশ শাসনের অবসান। সমকালীন ভারতের জাতীয়তাবাদী বিশিষ্ট নেতা বালগঙ্গাধর তিলক উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে, 'স্বরাজ হল আমাদের জন্মগত অধিকার'। এই স্লোগান ভারতবাসীর মনে উল্লেখযোগ্য উন্মাদনার সৃষ্টি করেছে।

সাধারণ অর্থ

সৃষ্টি করেছে।

মহাত্মা গান্ধীর স্বরাজ সম্পর্কিত সমগ্র ধারণা বিশেষ একটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই বিষয়টি হল অহিংসা ও সত্যাগ্রহের পথে স্বাধীনতা অর্জন। স্বরাজের ধারণা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গান্ধীজি বলেছেন সম্ভব হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বাধীনতা লাভ এবং প্রয়োজন হলে এর বাইরে স্বাধীনতা অর্জন। তিনি বিদেশী শাসনকে শয়তানিপূর্ণ বলে সুস্পষ্টভাবে সমালোচনা করেছেন। আবার ভারতের স্বাধীনতা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে শান্তিপূর্ণ মীমাংসা বা সহাবস্থানের ব্যাপারেও তাঁর সম্মতিসূচক অনুমোদন ছিল। বস্তুত ভারতের স্বাধীনতার জন্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিচালিত হওয়ার প্রাক্কালে 'স্বরাজ' শব্দটি বহুলভাবে ব্যবহৃত হত। স্বাধীনতা সংগ্রামের জাতীয়তাবাদী ভারতীয় নেতারা প্রায়শই 'স্বরাজ' কথাটি প্রয়োগ করতেন। কিন্তু 'স্বরাজ' কথাটির সর্ববিধ ব্যঞ্জনা সম্পর্কে সকলে সম্যকভাবে ওয়াকিবহাল

**ধারণাগত অস্পষ্টতা**

ছিলেন না। এই সময় গান্ধীজিও 'স্বরাজ'-এর সম্পূর্ণ অর্থ সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে বলেন নি। অনেকের অভিমত অনুসারে অর্থের অস্পষ্টতা বা ব্যঞ্জনার দ্ব্যর্থতার কারণেই সুচিন্তিতভাবেই স্বরাজ শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে। এই শব্দটির দ্বারা ব্রিটিশ শাসনের সম্পূর্ণ অবসান বা ভারত ও ভারতবাসীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলা হয় নি। এই শব্দটির দ্বারা ব্রিটিশ কমনওয়েলথের ভিতরে থেকে বা এই সংগঠনের বাইরে গিয়ে স্বাধীনতার কথা

বোঝান যেত। মহাত্মা গান্ধী স্বরাজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন : "It (Swaraj) means a state such that we can maintain our separate existence without the presence of the English. If it is to be a partnership, it must be a partnership at will." পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে 'স্বরাজ' শব্দটির ধারণাগত অস্পষ্টতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতানুসারে অধিকাংশ ভারতীয় জননেতা স্বরাজ বলতে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার থেকে কম কিছুকে বুঝতেন। গান্ধীজিও বিষয়টিকে আগাগোড়া অস্পষ্ট রেখে গেছেন। স্বরাজ-এর ধারণাটিকে তিনি কখনই সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন নি। পণ্ডিত নেহরু বলেছেন : "It was obvious that to most of our leaders Swaraj meant something much less than independence. Gandhiji was dilightfully vague on the subject and he did not encourage clear thinking about it either."

মহাত্মা গান্ধী অধিকতর উন্নত মানের 'হোমরুল' উদ্ভাবনের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তিনি গ্রাম-সমাজের 'হোমরুল' বা স্বরাজকেই অধিকতর পরিপূর্ণভাবে ফিরিয়ে আনার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর অভিমত অনুযায়ী গ্রাম-সমাজের উপর অভিশপ্ত পশ্চিমী আধুনিক সভ্যতার প্রভাব পড়ে নি। মহাত্মা গান্ধীর মতানুসারে স্বরাজ বলতে ভারতে ব্রিটেনের রাজনীতিক কাঠামোকে আমদানি করাকে বোঝায় না। 'হিন্দ স্বরাজ'-এর মধ্যে গান্ধীজির স্বরাজ সম্পর্কিত ধারণা নিহিত আছে। মহাত্মার মতানুসারে বস্তুগত সুখ লাভ বা ক্ষমতার হস্তান্তর 'হিন্দ স্বরাজ' নয়। 'সকলে না পাওয়া পর্যন্ত আমরাও নেব না'—এই চেতনা আমাদের মধ্যে এলে স্বরাজ আসবে। সকলের জন্য সকলের সমাজ হল স্বরাজ। এই সমাজে জাত-অজাত, সক্ষম-অক্ষম, ধনী-নির্ধন এ রকম কোন ভেদাভেদ থাকবে না। গ্রাম

হিন্দ স্বরাজ

স্বরাজের আদর্শ স্থাপনের স্বার্থে জরুরী হল আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি, দারিদ্র্য দূরীকরণ, সকলের কর্মসংস্থান প্রভৃতি। এই উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার জন্য বিকেন্দ্রীভূত অর্থনীতি, দেশীয় শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতি আবশ্যক। তা হলে দেশের উন্নতি সাধনে দেশবাসীর সামর্থ্য, গুণগত যোগ্যতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার বিকাশ ঘটবে। হিন্দুর রাজত্ব হিন্দ স্বরাজ নয়। এ হল ন্যায়ের রাজত্ব, সকলের রাজ্য। এই স্বরাজের উদ্দেশ্য হল বৈদেশিক শাসনের অপসারণ, নৈতিকতার বিকাশ ও বিস্তার, পূর্ণ আর্থনীতিক সহযোগিতা, সামাজিকতা প্রভৃতি। তবে কিছু সংখ্যক মানুষ ক্ষমতার অধিকারী হলে তাকে স্বরাজ বলা যায় না। ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধে প্রতিটি মানুষের সামর্থ্য থাকা দরকার। তবেই স্বরাজের সৃষ্টি হতে পারে।

**স্বরাজ ও রামরাজ্য**

মহাত্মা গান্ধীর স্বরাজ সম্পর্কিত ধারণার মধ্যে অধিবিদ্যক অর্থও নিহিত আছে। স্বরাজ হল এক আদর্শ সমাজে মানবজীবনের এক কাল্পনিক অবস্থা। এই অবস্থায় ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে প্রত্যেক মানুষের সামর্থ্য থাকবে। স্বরাজ নিছক একটি রাজনীতিক বা আর্থনীতিক আদর্শ নয়। এ হল নৈতিক শক্তি-সামর্থ্যের অভিব্যক্তি। স্বরাজ হল এক সুশৃঙ্খল সামাজিক অবস্থা। এর মধ্যে অহংবোধের বা ব্যক্তিগত স্বার্থের সংকীর্ণতা থাকবে না। কারণ অহংবোধের সংকীর্ণতাই সমাজে সংঘাত ও উত্তেজনাপূর্ণ বিবাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি করে। পরিপূর্ণ সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের রাজত্বই হল স্বরাজ। এ দিক থেকে বিচার করলে গান্ধীজির স্বরাজ হল বহুলাংশে রামরাজ্যের সমগোত্রীয় বা সমার্থক। স্বরাজেরই পরিপূর্ণ পরিণতি হল রামরাজ্য। জনসাধারণের স্বরাজ হল রামরাজ্য ; স্বরাজের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল রামরাজ্য। রামরাজ্য হল অহিংসাত্মক স্বরাজ, রামরাজ্য হল ধর্মের রাজত্ব।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ